রোপা ধানে আগাছা দমন ব্যবস্থাপনা

উন্নত উপায়ে আগাছা দমন করুন
অধিক ফলন ঘরে তুলুন

ফ্যাক্ট শীটঃ ধান চাষাবাদ পদ্ধতি

ব্রি
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

ভূমিকা

আগাছা ধান ফসলের একটি মারাত্মক শত্রু । এটি ধানের খাদ্য, আলো, বাতাস ও পানিতে ভাগ বসায়; পোকামাকড় ও রোগ-বালাইয়ের আক্রমণ বাড়ায়। ফলে ধানের ফলন কমে যায়। বর্তমানে হাতে আগাছা দমনের খরচ খুব বেশী এবং অনেক সময় ভাল ফল পাওয়া যায় না। উন্নত আগাছা ব্যবস্হাপনার মাধ্যমে চাষী ভাইয়েরা ভাল ফলন পাবেন এবং আগাছা দমনের খরচ কমাতে পারবেন।

আগাছা দমনের উপকারিতা

- আগাছা দমনের ফলে ধান গাছ পরিমাণমতো খাদ্য, পানি এবং আলো -বাতাস পায়।
- এতে ধান গাছের বাড়-বাড়তি ভাল হয় এবং ধানের ফলন বেড়ে যায়।

আগাছা পরিচিতি: যে সমস্ত আগাছা সবচেয়ে বেশী ক্ষতি করে তার কয়েকটি নাম ও ছবি দেয়া হলো।

চেচড়া

শ্যামা

বড় জাভানী

ঝিল মরিচ

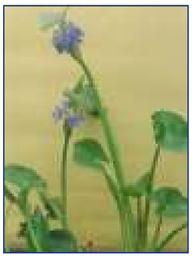
পানিকচু

বড় চুচা

আগাছা দমন পদ্ধতি

ক. প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা :
- আগাছার বীজ মুক্ত ফসলের বীজ ব্যবহার
- জমির আইল ও সেচনালা আগাছা মুক্ত রাখা
- কৃষি যন্ত্রপাতি পরিষ্কার রাখা
- জমিতে গরু বাছুর যথাসম্ভব কম রাখা
- আগাছার অঙ্গজ বংশ বৃদ্ধি ও বীজ উৎপাদন করতে না দেওয়া

খ. উত্তমভাবে চাষ দিয়ে জমিতে আগাছার উপদ্রব কমানো যায় ।

গ. শস্য পর্যায় অবলম্বন করলে অনেক ক্ষতিকর আগাছার উপদ্রব কমানো যায় ।

ঘ. গাছের সংখ্যা হ্রাস/বৃদ্ধি বা গাছ থেকে গাছের দূরত্ব হ্রাস বৃদ্ধির মাধ্যমে আগাছা দমন করা যায়।

ঙ. জমিতে পরিমাণমতো পানি ধরে রাখলে আগাছার উপদ্রব অনেক কম হয়।

আরো তথ্যের জন্য :
মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রধান, কৃষিত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইল ঃ drbrri@dhaka.net

অধিবেশন ১: মডিউল ৫
ফ্যাক্ট শীট ৮

সহযোগিতায়: আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

ফ্যাক্ট শীটঃ ধান চাষাবাদ পদ্ধতি

হাতে আগাছা দমন

ধানে সাধারণত দুবার আগাছা দমন করতে হয়। হাতে বা শ্রমিক দিয়ে আগাছা দমন করতে বিঘা প্রতি ৪০০-৬০০ টাকা খরচ হয় । এতে সময় ও শ্রম বেশী লাগে এবং আগাছা বড় না হলে ভালভাবে আগাছা দমন করা যায় না।

যন্ত্রপাতির সাহায্যে আগাছা দমন

লাইন করে রোপণকৃত অথবা বপনকৃত জমিতে জাপানী রাইস উইডার এবং ব্রি উইডার দিয়ে আগাছা দমন করা যায়। জাপানী রাইস উইডার ও ব্রি উইডারে অনেক সুবিধা আছে।

ক. স্টীলের শিট ও পাইপ দিয়ে কারখানায় সহজেই উইডার তৈরি করা যায় ও কাদাময় মাটিতে চালানো সুবিধাজনক।

খ. একজন শ্রমিক অতি সহজে একটি উইডার দিয়ে ঘন্টায় ১০-১৫ শতাংশ জমির আগাছা দমন করতে পারে

গ. অনুমোদিত দূরত্বে লাগানো ধানের চারার ক্ষেতে ২০ সেন্টিমিটার × ২০ সেন্টিমিটার অথবা ২৫ সেন্টিমিটার × ২৫ সেন্টিমিটার এবং ২০-২৫ সেন্টিমিটার দূরত্বে লাইনে বপনকৃত ধান ক্ষেতে এটি সহজে ব্যবহার করা যায়।

ঘ. আগাছা দমনে খরচ কম হয় এবং কার্যকরীভাবে দমন করে ।

আগাছানাশকের ব্যবহার

- আগাছানাশক ব্যবহারে বিঘা প্রতি খরচ খালি হাতে আগাছা দমনের খরচের অর্ধেক এবং অনেক সময় এক তৃতীয়াংশ খরচ হয়।
- বর্তমানে বহুল ব্যবহৃত আগাছানাশক গুলোর মধ্যে রিফিট, ম্যাচেটি, রনস্টার, সেটঅফ, এইমক্লোর, এমসিপিএ, সিরিয়াস প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এগুলো তরল, দানাদার ও পাউডার আকারের হয়ে থাকে।
- আগাছানাশক প্রয়োগের ৪৮ ঘন্টার মধ্যে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকলে ব্রি উইডার ব্যবহার করা উত্তম । কারণ ভারী বৃষ্টিপাতে আগাছানাশক ধুয়ে গিয়ে তার কার্যকারিতা কমে যেতে পারে ।
- জমিতে আগাছানাশক ব্যবহারের আগে বোতল বা প্যাকেটের গায়ে লেখা এর মাত্রা, সময় এবং সতর্কতা প্রভৃতি ভালভাবে বুঝে প্রয়োগ করতে হবে। মাঝে মাঝে আগাছানাশক প্রয়োগের পরেও একবার হাতনিড়ানির প্রয়োজন হয়।

ব্রি
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

আরো তথ্যের জন্য :
মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রধান, কৃষিতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইল ঃ drbrri@dhaka.net

সহযোগিতায়: আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট